দৈনিক সংবাদ

তারিখ 05 JUL 1988
পৃষ্ঠা 1 কলাম 4

C71

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পরিস্থিতি

আর্থিক বিশৃঙ্খলা, প্রশাসনিক নৈরাজ্য ও পক্ষপাত ঘটনার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয় বিবেচনা করা হচ্ছে

॥ শওকত মাহমুদ ॥

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'আর্থিক বিশৃংখলা, প্রশাসনিক নৈরাজ্য ও পক্ষপাতের' ঘটনা উদ্বেগজনক পরিস্থিতিতে পৌছেছে বলে দায়িত্বশীল একটি সূত্রে জানা গেছে। এজন্যে সরকার দু'টি বিষয় জরুরী ভিত্তিতে বিবেচনা করছেন। এক, অনুদান বন্ধ করে দেয়া। দুই, দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ।

প্রথমটিতে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা তথা শিক্ষক-ছাত্রদের ওপর প্রতিক্রিয়া হবে বলে দ্বিতীয়টি সক্রিয় বিবেচনায় আসছে।

রাষ্ট্রপতির সচিবালয়ের একটি নির্দেশসূত্রে গত ৭ই মে শিক্ষা সচিব মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রককে এই বলে চিঠি দিয়েছেন যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাদের হিসেব সংরক্ষণে গুরুতর অনিয়ম সংঘটন করেছে বলে আমাদের বিশ্বাস। অভিযোগ আইন ভেঙ্গে শিক্ষক ও কর্মচারীদের আর্থিক সুবিধা দেয়া হয়েছে। যথাযথ অনুমোদন ছাড়া উন্নয়ন প্রকল্প বাজেট বরাদ্দের এক খাত থেকে অন্য খাতে তহবিল স্থানান্তর করা হয়েছে। কতিপয় ক্ষেত্রে সন্তোষজনক ব্যাখ্যা পাওয়া যায়নি। অতএব, গত কয়েক বছরের আর্থিক কর্মকাণ্ডের পুংখানুপুংখ অডিট প্রয়োজন। বে-আইনীভাবে ব্যয়িত টাকার পরিমাণ নির্ণয় ও দায়ী ব্যক্তিদের

(৭-এর পাতার দেখুন)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পরিস্থিতি

(১ম পাতার পর)

চিহ্নিত করা প্রয়োজন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিগগিরই নিরীক্ষা দল তদন্তের জন্যে যাবে বলে আভাস পাওয়া গেছে।

আর্থিক অনিয়ম

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন গত বছর আইনগত এখতিয়ারবলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংঘটিত ৪টি অনিয়মের উল্লেখ করে কর্তৃপক্ষকে জানায়। ১৯৭৫ সালের ৩২নম্বর এ্যাক্ট-এর ৫(২) ধারা অনুযায়ী, বেতন-ভাতা সংক্রান্ত বিষয়ে একমাত্র সরকারই (অর্থ মন্ত্রণালয়) সিদ্ধান্ত দিতে পারে। অর্থাৎ এ ব্যাপারে সরকারের অনুমোদন লাগে। অনিয়মগুলো হচ্ছে: (১) প্রভাষকদের অতিরিক্ত একটি করে ইনক্রিমেণ্ট প্রদান, (২) ৩০০-৫৪০ বেতনক্রমের সকল কর্মচারীকে ৩২৫-৬১০ টাকার বেতনক্রম প্রদান, (৩) ৪২৫-১০৩৫ বেতনক্রমের সকল কর্মচারীকে ৪৭০-১১৩৫ টাকার বেতনক্রম প্রদান, (৪) আবাসিক সুযোগ-সুবিধা বা বাড়ীভাড়া সিলিং প্রাপ্তদের কাছ থেকে নিয়মানুযায়ী ভাড়া আদায় বন্ধ করা, (৫) শিক্ষা-ছুটিতে থাকার সময়ে বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি ও পদোন্নতি।

১৯৮৬ সালে একদিনেই ২০১ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে পদোন্নতি দেয়া হয়। সিনিয়র সহকারীদের প্রধান সহকারী বানিয়ে দেয়া হয়। মঞ্জুরি কমিশনের অনুমোদন ছাড়া উপাচার্য এতদসংক্রান্ত আদেশ জারি করেন। কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে এ পদ নেই। মঞ্জুরি কমিশন বাজেট পরীক্ষাকালে লক্ষ্য করে যে, গত দু'বছরে ৪৭টি অধ্যাপক ও ৭৭টি সহযোগী অধ্যাপকের পদ সৃষ্টি করা হয়েছে। প্রায় সকল ক্ষেত্রেই পরগণকত পদ ও শূন্য-পদের সাথে সৃষ্ট শূন্যপদের মিল নেই। নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষকের সংখ্যা সৃষ্ট পদের চাইতে বেশী। নিয়ম অনুযায়ী, অধ্যাপকদের মোট সংখ্যার ২৫ ভাগ সিলেকশন গ্রেডের সুবিধা পেতে পারেন, দেয়া হয়েছে ৩৩ ভাগকে। গত বছরের ৫ই অক্টোবর রাষ্ট্রপতির মুখ্যসচিব শিক্ষাসচিবকে এই বলে চিঠি দিয়েছিলেন যে, সকল বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে অবগত করানো হোক যে, অর্থ মন্ত্রণালয়ের নির্দেশ ও সরকারী নিয়মের পরিপন্থী পদ সৃষ্টির বা অতিরিক্ত খরচের প্রস্তাব সরকার গ্রহণ করবেন না।

নতুন জাতীয় বেতন স্কেল বাস্তবায়নে কোন কোন ক্ষেত্রে অসামঞ্জস্য দেখা দিতে পারে এ কারণে ১৯৮৫ সালের ১৩ই মার্চে অনুষ্ঠিত উপাচার্যদের বৈঠকে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর হিসাব পরিচালকদের সমন্বয়ে স্থায়ী কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত হয়। এও সিদ্ধান্ত হয়, কমিটির সুপারিশ ও মঞ্জুরি কমিশনের অনুমোদন ছাড়া কোন বিশ্ববিদ্যালয় বেতন-ভাতা বিষয়ে কোন একক সিদ্ধান্ত নেবে না। ১৯৮৬'র ১৬ই জানুয়ারী কমিশনের সভায় এ সিদ্ধান্ত পুনঃসমর্থিত হয়, সেখানে উপাচার্য অধ্যাপক মান্নান উপস্থিত ছিলেন।

মঞ্জুরি কমিশন ও অর্থ মন্ত্রণালয়ের কড়া আপত্তির মুখে কমিশনের সভায় '৮৭র প্রথমদিকে উপাচার্য জানান, অনিয়মগুলো সংশোধনের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। সেগুলো বাস্তবায়িত হবে না। তবে মঞ্জুরি কমিশন ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে মতানৈক্যের পরিপ্রেক্ষিতে গত বছরের ১৯শে ফেব্রুয়ারী উপাচার্যের নির্দেশে কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক আবদুল্লাহ ফারুকের নেতৃত্বে ৮ সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়।

কমিটির বিবেচ্য বিষয় ছিল বেতন বৃদ্ধির বিষয়টি কি অবস্থায়, কোন যুক্তিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের সিদ্ধান্ত হিসেবে গৃহীত হয়েছিল, সে বিষয়ে অনুসন্ধান করা এবং কমিশনের বক্তব্য অনুযায়ী সরকারী আদেশের পরিপন্থী কাজ হয়েছিল কীনা, নির্ণয় করা। কমিটির রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়, কমিশন কথিত চারটি বিষয়েই সরকারী নির্দেশ লংঘন করা হয়েছে। কিন্তু বিশেষ অবস্থার কারণে (ক্রমাগত কর্মচারী ধর্মঘট) এসব সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। প্রভাষকদের বেতন সম্পর্কিত একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ চিঠি সম্পর্কে সময়মত সিণ্ডিকেটকে অবহিত করা হয়নি এবং পূর্ববর্তী উপাচার্যের একটি আদেশের কপি অফিস থেকে উধাও হয়ে যায়। এজন্য নতুন প্রশাসনের দ্বারা এসব সিদ্ধান্ত হয়।

প্রথমে ১১২৫ জন শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে বেতনের সুবিধাদি দেয়া হয়েছিল। কমিশনের আপত্তিতে তা ৫শ'তে নেমে আসে। কমিশন এসব অনিয়মের জন্য আইনগত এখতিয়ারবলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাজেটের পৌনঃপুনিক বরাদ্দ স্থগিত রাখে। কিন্তু অনিয়ম সংশোধন সাপেক্ষে ছাড় দেয়া হয়। তবে ১৯৮৭-৮৮ বছরের অনবমুক্ত দুই কোটি টাকা এখনও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ নেয়নি। এছাড়া সিণ্ডিকেটেও প্রসঙ্গটি উঠছে না। এসব পদোন্নতির প্রতিক্রিয়া অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়েছে।

প্রশাসনিক নৈরাজ্য

উল্লিখিত ফারুক কমিটির রিপোর্টে বলা হয়, "কমিটি লক্ষ্য করে যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফাইলের কোন নম্বর দেয়া হয় না এবং বিষয় ভাগ করে চিঠি-পত্র নির্দিষ্ট ফাইলে রাখার কোন নিয়মও নেই। যেকোন বিষয়ে পৃথক একটা কাগজেই অর্ডার দেয়া বা নোটিং করা হচ্ছে। এর ফলে একই বিষয়ে বহু ফাইল হচ্ছে এবং তাতে সময়মত কেউ উদ্দেশ্যমূলকভাবে বিশেষ ফাইল বা চিঠি হারিয়ে ফেললে কাউকে দায়ী করা যায় না।"

এ অব্যবস্থার বহু দৃষ্টান্ত আছে। গত ৯/৭/৮৭ তারিখে বিশ্ববিদ্যালয়ের অনৈক শিক্ষক একটি সাদা কাগজে নোট দিলেন "আগামী কিছুদিনের মধ্যে অনুষ্ঠেয় বরিশাল 'ল' কলেজের পরীক্ষা বিএম কলেজ কেন্দ্রের পরিবর্তে বরিশাল কলেজ কেন্দ্রে স্থানান্তরিত করার জন্য শিক্ষামন্ত্রী মহোদয় নির্দেশ দিয়েছেন।" এই নোটের ওপর উপাচার্য লিখে দিলেন--অনুমোদিত। হয়ে গেল কেন্দ্র।

পরীক্ষা কেন্দ্র সম্পর্কে প্রো-উপাচার্যের নেতৃত্বে একটা কমিটি ছিল। গত ১লা আগষ্ট কমিটির সভায় সিদ্ধান্ত হয় যে, কেন্দ্র সংক্রান্ত ব্যাপারে জেলা প্রশাসনের মতামত অবশ্যই প্রয়োজন। কোন কলেজের নিজস্ব কমপক্ষে ৩শ' পরীক্ষার্থী না থাকলে সেই কলেজে পরীক্ষা কেন্দ্র খোলা হবে না। নাগরপুর, ধনবাড়ী, কাপাসিয়া কলেজের ডিগ্রী পরীক্ষা কেন্দ্র বাতিল করা হয়। এসব কেন্দ্রের ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের ঘোরতর আপত্তি ছিল। উক্ত সভায় পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক জানান যে, ভিকু মেমোরিয়াল কলেজে কেন্দ্র খোলার ব্যাপারে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রককে যে অবৈধ প্রস্তাব দেয়া হয়েছে, তা অত্যন্ত দুঃখজনক। এ কলেজ সম্পর্কে সতর্ক থাকার নির্দেশ দেয়া যেতে পারে।

সেই সভার পর ২৬শে সেপ্টেম্বর '৮৭ উপাচার্য এক বিজ্ঞপ্তিবলে প্রো-উপাচার্যকে প্রদত্ত পরীক্ষা কেন্দ্র অনুমোদন সংক্রান্ত অর্পিত ক্ষমতা প্রত্যাহার করে নিলেন। পরদিন উপাচার্য পরীক্ষা নিয়ন্ত্রককে এক নির্দেশে জানালেন পরীক্ষা বা কেন্দ্র সংক্রান্ত কোন নোটিফিকেশন আমার অবগতি বা অনুমোদন ছাড়া করবেন না। অক্টোবর মাসের প্রথম সপ্তাহে উপাচার্য যে ৬টি কলেজে কেন্দ্র খোলার অনুমতি দিলেন, তার মধ্যে সেই ভিকু মেমোরিয়াল ও নাগরপুর কলেজও ছিল।

বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়োগ সংক্রান্ত একটা কমিটি আছে। কমিটির অনুমোদন ছাড়া সহকারী রেজিষ্ট্রার নিয়োগ করা হয়েছে। প্রশাসনিক সূত্রে জানা গেছে, গত এক বছরে প্রায় ৫০টি নিয়োগ হয়েছে নিয়ম-বহির্ভূতভাবে। প্রকৌশল বিভাগে অধ্যাপক পদে মর্যাদাসম্পন্ন একজন উপদেষ্টা নিয়োগ করা হয়েছে। বিভিন্ন বিভাগে শিক্ষক নিয়োগে অনিয়মের খবর ইতিমধ্যে পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। অর্থ কমিটি শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত গাড়ী কেনার বিরুদ্ধে মত রাখলেও সে গাড়ী কেনা হয়েছে।

গৃহনির্মাণ কমিটি: শিক্ষকদের দ্বন্দ্ব

অনুদান সংগ্রহের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ে আবাসিক ভবন নির্মাণের লক্ষ্যে গত বছরের জুলাই মাসে উপাচার্য গৃহনির্মাণ কমিটি গঠন করেন। এতে শিক্ষক সমিতির কর্মকর্তাদেরও রাখা হয়। সে কমিটিতে ছিলেন উপাচার্য, অধ্যাপক কে,এ,এম সাদউদ্দিন (শিক্ষক সমিতির সভাপতি), অধ্যাপক বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর (সদস্য), অধ্যাপক আহসানুল হক (সহ-সভাপতি), এ,বি,এম খালেক, এস,এম,এ ফয়েজ, জরিনা রহমান খান, ডঃ শহীদুল্লাহ, ডঃ সাঈদুর রহমান, মহীউদ্দিন আহমদ প্রমুখ। গত ৩১শে মে আকস্মিকভাবে সে কমিটি পুনর্বিন্যাস করা হয়েছে এবং এতে শিক্ষক সমিতির বর্তমান কর্মকর্তাদের রাখা হয়নি। বর্তমানে শিক্ষক সমিতির নেতৃত্বে রয়েছেন সেই গ্রুপের সদস্যরা যাদের অবস্থান উপাচার্যের গ্রুপের অপরদিকে। কিন্তু উপাচার্য যে গ্রুপের সদস্য সে গ্রুপও হালে খণ্ডিত হয়ে গেছে। অধিকাংশ সদস্য ক্ষমতাসীনদের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। এদিকে শিক্ষক সমিতি সম্প্রতি গৃহীত এক প্রস্তাবে বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন অনিয়ম ও দুর্নীতি দূরের দাবী জানিয়েছে।

গৃহনির্মাণ কমিটির বৈধতার প্রশ্ন বাদ দিলেও এর তত্ত্বাবধানে নির্মিত আবাসিক ফ্ল্যাট নিয়ে কথা উঠেছে। অভিযোগ করা হয়েছে, উত্তর ফুলার রোডে গণপূর্ত বিভাগের সিডিউল রেটের চাইতে ২৫ শতাংশ বেশী রেটে কাজ দেয়া হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন নিজস্ব সিডিউল নেই বলে ১৯৭৫ থেকে সিণ্ডিকেটের সিদ্ধান্ত অনুসারে গণপূর্ত বিভাগের দর অনুযায়ী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সব নির্মাণকাজের মূল্যমান তৈরী করা হয়।